ক্লাস বন্ধ ৫৬৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় এক হাজার ২০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৩৭ কোটি ৩৮ লাখ ৭০ হাজার ৮০০ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৫৬৫টিতে এখনই ক্লাস চালু করা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) বন্যাপরবর্তী প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গত সোমবার হালনাগাদ করা ওই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৮৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৪ কোটি ৯৪ লাখ ৮৫ হাজার ৮০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ অঞ্চলে বর্তমানে

৬১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস চলছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনই ক্লাস চালু করা সম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে নোয়াখালী জেলায়। জেলাটিতে ৫৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ কোটি ২৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া ফেনীতে ২৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১ কোটি ৬৫ লাখ ৫ হাজার ৮০০ টাকা এবং চট্টগ্রামে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষতি হয়েছে এক কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকার।

কুমিল্লা অঞ্চলে মোট ৩৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ কোটি ১৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ অঞ্চলে ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্লাস চলমান। বাকি ৩১৪টিতে এখনই পাঠদান চালু করা সম্ভব নয়।

কুমিল্লা অঞ্চলের লক্ষ্মীপুরে ৫৪টি, চাঁদপুরে ৪০টি, কুমিল্লায় ২৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লা জেলায় ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস চলমান। বাকি ২২৩টি ক্লাস চালুর অযোগ্য হয়ে পড়েছে। চাঁদপুরে ৩টিতে ক্লাস চলমান। বাকি ৩৭টি পাঠদানের অযোগ্য অবস্থায় রয়েছে।

সিলেট অঞ্চলে ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৮ লাখ ২০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে এ অঞ্চলে ২৮টি প্রতিষ্ঠানেই পাঠদান চলমান আছে।

বন্যাকবলিত জেলাগুলো হলো- ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার।

শেষ পাতা থেকে আরও পড়ুন